আমের কেজি চাঁপাইতে ১০ টাকা
ঢাকায় ৫০ টাকা
বিপর্যস্ত চাষীরা

লিখেছেন **মারুফ রনি**

এবারের গ্রীষ্মে চাঁপাইনবাবগঞ্জে স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি গরম পড়েছে। এখানকার আম গবেষণা কেন্দ্রে এবার একদিনে সর্বোচ্চ ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা মাপা হয়েছে। অসহ্য গরমে মানুষ কোনো জায়গায় সুস্থিরভাবে থাকতে না পেরে আম বাগানের ছায়ায় বসে আম পাহারা দিচ্ছে। রসকষবিহীন চিটচিটে এ সময়টায় তাদের একমাত্র শান্তির জায়গা ঐ আম বাগান। তাদের জীবনযাত্রার সবখানেই আমের গল্প। আর অনুকূল আবহাওয়ার কারণে এবার আমের বাম্পার ফলন হয়েছে। আম গাছের ক্ষেত্রে মাটির চেয়ে আবহাওয়ার গুরুত্ব বেশি হয়ে থাকে। সাধারণত উচ্চ তাপমাত্রা এবং বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকলে সেখানে আমের ফলন ভালো হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আম গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বিজ্ঞানী ড. গোলাম মোর্তোজা বলেন, 'আমের জন্য ৩৫-৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রয়োজন। কিন্তু এবার চাঁপাইনবাবগঞ্জে এরচেয়েও বেশি তাপমাত্রা বিদ্যমান থাকায় উৎপাদন বেশি হলেও আমের রস কমে গেছে। ফলে ওজনও কিছুটা কম হয়েছে।'

দ্বিগুণ উৎপাদন

আমের ওজন কম হলেও এবার গত বছরের তুলনায় উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ধারণা করছে, এবার প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার মেট্রিক আম উৎপাদিত হবে। এই উৎপাদন দেশের মোট আম উৎপাদনের অর্ধেক। বাংলাদেশে প্রায় ৪৬ হাজার হেক্টর জমিতে আমগাছ রয়েছে। আর শুধু চাঁপাইনবাবগঞ্জে রয়েছে ১৬ হাজার ৬৪৫ হেক্টর জমিতে। এর মধ্যে শুধু চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থানাতেই ১০ হাজার ২৫০ হেক্টর জমি আম বাগানে ভরে আছে। এ থানায় আমগাছ ছাড়া অন্য কোনো গাছ চোখে পড়লে সেটি হবে দুর্লভ ব্যাপার। এখানে ১০০ বছরের পুরনো আম বাগানও আছে। এ রকমই একটি বাগানের মালিক আলকাস মিয়া ও কানাই সরকার। পাকিস্তান আমলে এই দুই বন্ধু মিলে ১১ বিঘার বাগানটি কিনে নেন। বাগানে রয়েছে ৭৬টি ফজলি ও ল্যাংড়া আমের গাছ। বাগান পরিচর্যার জন্য মালিকের কিছু করতে হয় না। এই বাগানটি ৭ বছরের জন্য ৮ লাখ টাকায় লিজ দেয়া হয়েছে স্থানীয় এক আম ব্যবসায়ী ছামছাম শেখের কাছে। এখানকার অধিকাংশ মালিক তাদের আম বাগান বিভিন্নজনের কাছে লিজ দিয়ে দেন। এমনও দেখা গেছে, একই বাগান আম আসার আগে দু-তিনজনের কাছে বিক্রি হয়। কেউ হয়তো একটি বাগানের শুধু পাতা দেখে লিজ নিলেন। এরপর গাছে মুকুল এলে ঐ ব্যক্তি আবার অন্য জনের কাছে বিক্রি করে। আবার মুকুল থেকে গুটি হওয়ার পরও ঐ বাগান বিক্রি হতে পারে। এসব বাগান লিজ দেয়ার কারণ হচ্ছে, বাগান মালিকরা কেউই এখন আর স্থানীয় নেই। ফলে পরিচর্যার জন্য তারা বাগানগুলো স্থানীয়দের কাছে বিভিন্ন মেয়াদে লিজ দিয়ে দিচ্ছেন। মুকুল আসার আগ মূহূর্ত থেকে আম পাকা পর্যন্ত প্রত্যেকটি গাছের পেছনে পর্যাপ্ত পরিচর্যার প্রয়োজন হয়।

বর্তমানে দেশে আমের গড় ফলন প্রতি হেক্টরে মাত্র ৩.৪০ টন, যা অনেক দেশের তুলনায় খুবই কম। এমনকি আমাদের দেশে ২০ বছর আগেও হেক্টরপ্রতি ফলন ছিল ৮.৮০ টন। আমের ফলন কমে যাওয়ার মূল কারণ পরিচর্যার অভাব। একটি পরিপূর্ণ আম বাগান তৈরি করতে হলে শুধু ভালো গাছ থাকলেই হবে না। এর পেছনে অর্থ ও শ্রম দুটোই ব্যয় করতে হবে। ছামছাম শেখের ১১ বিঘার বাগানটির পেছনে এ মৌসুমে প্রায় ১২ লাখ টাকার মতো খরচ হয়েছে। গাছে সার দেয়া এবং ওষুধ স্প্রে বাবদ এ খরচ হয়। এছাড়া বাগান পাহারা দেয়া ও পরিষ্কার রাখার জন্য আটজন শ্রমিক নিয়োজিত আছে। এদেরকে প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা করে দিতে হয়। একটানা শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমেই ছামছাম শেখ প্রতি গাছ থেকে প্রায় ২০ মণ করে আম পাবেন। তার বাগানে প্রচুর পরিমাণে আম উৎপাদিত হলেও তিনি অবশ্য খুশি হতে পারছেন না। কারণ এবার ফলন বেশি হওয়ায় বাজারে আমের দাম কম। মৌসুমের শুরুতে গোপালভোগ ৪০০ থেকে ৪৫০ টাকা মণ বিক্রি হয়েছে। অথচ বাগান লিজ নেয়ার আগে আমচাষীরা ধরে নিয়েছিলেন, এসব আম ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা মণ বিক্রি করতে পারবেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের অন্যান্য সুস্বাদু আমেরও একই পরিণতি। খিরসাপাত, হিমসাগর ও ল্যাংড়া আমের দাম এ মাসের প্রথমদিকে ছিল ৮০০ টাকা মণ। এখন মৌসুমের শেষের দিক হওয়ায় দাম কিছুটা বেড়ে হয়েছে ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা মণ। গতবার এ সময়টাতে ল্যাংড়া ও খিরসাপাত মণপ্রতি ১৫০০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়েছে। স্থানীয় এক আড়তদার সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'দেশের সব জায়গাতেই প্রচুর আম

হওয়ায় এবার আমের দাম কম। তবে পত্রপত্রিকায় আমের দাম প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে এখানে দাম কিছুটা বেড়েছে।' বাজারে ফজলি ও আশ্বিনা আম এখনো আসেনি। আমচাষীরা আশা করছেন, এ দুটি আম গোপালভোগ, ল্যাংড়ার মতো কম দরে বিক্রি হবে না।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বহুল পরিচিত এসব আম ছাড়াও আরো অনেক প্রজাতির আম আছে। সব মিলিয়ে এখানে প্রায় ২০০ প্রজাতির আম আছে। ড. গোলাম মোর্তোজা এ প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমরা আমের জাতটাকে দু'ভাগে ভাগ করে থাকি। একটি হচ্ছে কমার্শিয়াল জাত, অপরটি গুটি আম। আমের আঁটি থেকে যেসব আমগাছ হয়েছে সেগুলোই গুটি আম। এখানে বহু রকম গুটি আম রয়েছে।' তবে অনেক প্রজাতির আম থাকলেও মানসম্মত আমের জাত খুব বেশি নেই। ভালো জাতের আমগাছ তৈরির জন্য আম গবেষণা কেন্দ্র চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত তারা ৪টি উচ্চ ফলনশীল আমগাছ তৈরি করেছে। এগুলো বারি-১, বারি-২, বারি-৩ ও বারি-৪ নামে পরিচিত। যেকোনো আমের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, দু-এক বছর ভালো ফলন দিলে পরের বছর খারাপ হবে। গাছের জেনেটিকগত কারণেই একনাগাড়ে ভালো ফলন হয় না। এ সমস্যা দূর করার জন্য বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ সফল হওয়া যায়নি। তবে ড. গোলাম মোর্তোজার মতে, 'বারি-৪' জাতে এ সমস্যা কিছুটা হলেও দূর করা সম্ভব হয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সবচেয়ে বড় আমের আড়তটি শিবগঞ্জের কানসার্ট ইউনিয়নে অবস্থিত। সদর থানা, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট ও সংস্থাপুর থানার আম এ আড়তে আসে। এখান থেকে প্রতিদিন প্রায় ১০০ ট্রাক আম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যাচ্ছে। প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এ আমের আড়তে এখন ল্যাংড়া, খিরসাপাত ও বিভিন্ন রকম গুটি আমে ছেয়ে আছে। কুষ্টিয়া থেকে আসা এক আম ব্যবসায়ী বলেন, 'আমি এখানে এসেছি মূলত খিরসাপাত আম কিনতে। অন্য আম কিনছি না। কারণ আমাদের ওখানে প্রচুর ল্যাংড়া আম হয়েছে। এর দাম এখানকার মতোই।'

আমের প্রচুর ফলন হওয়ার পরও আমচাষীরা সেভাবে খুশি হতে পারেননি মূলত বাজার ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে। আবার আমের ব্যাপক চাহিদা থাকলেও এই বাজার কাজে লাগানোর তেমন কোনো উদ্যোগ নেই সরকারের পক্ষ থেকে। বিদেশে কাঁচা ফলমূলের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত আমাদের কোনো ফ্রজেন জাহাজ নেই। যার ফলে সামান্য কিছু শাকসবজি ও ফলমূল কন্টেইনারের মাধ্যমে বিদেশে পাঠানো হয়। অন্যদিকে বিমানে রপ্তানি অত্যন্ত ব্যয়বহুল পাশাপাশি বিদেশে আমাদের আমের বাজার তৈরি না হওয়ার পেছনে কিছু অসাধু আম ব্যবসায়ীরও গাফিলতি রয়েছে। অনেক আম ব্যবসায়ী আমের গায়ে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য মাখিয়ে আমের পচন ঠেকায়। এছাড়া রঙ চকচকে করার জন্যও ব্যবসায়ীরা আমে বিষ মাখিয়ে থাকে। এসব পদ্ধতি যদি সরকার কঠোর হস্তে দমন করতে না পারে তাহলে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ১০০ বছরের ফল ভাণ্ডার ধ্বংস হতে আগামী ১০ বছরই যথেষ্ট।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম
ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

দেশে ও বিদেশে গ্রাহক হার

দেশের নাম	এক বছর	ছয় মাস
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	৪৮০০/- টাকা ৯৩ মার্কিন ডলার	২৫০০/- টাকা ৫০ মার্কিন ডলার
লিবিয়া, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, গ্রেটব্রিটেন, গ্রীস, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, হল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ইটালী, অস্ট্রিয়া, পোল্যান্ড, কেনিয়া।	৪০০০ টাকা ৭৭ মার্কিন ডলার	২১০০ টাকা ৪২ মার্কিন ডলার
ইরাক, জাপান, জর্ডান, কোরিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব, আবুধাবী, দুবাই, বাহরাইন, গণচীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়েত, ওমান, ফিলিপাইন, কাতার, ব্রুনেই, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, হংকং ও সিঙ্গাপুর।	৩৩০০/- টাকা ৬৪ মার্কিন ডলার	১৭০০/- টাকা ৩৫ মার্কিন ডলার
ভারত, ভূটান, নেপাল ও পাকিস্তান	১৮০০/- টাকা ৩৭ মার্কিন ডলার	১০০০/- টাকা ২২ মার্কিন ডলার
রেজিস্ট্রি ডাকযোগে (শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য)	৮০০/- টাকা ১৮ মার্কিন ডলার	৪৫০/- টাকা ১২ মার্কিন ডলার

গ্রাহক হার ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে ঢাকার যে কোন ব্যাংকের ওপর পাঠাতে হবে। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডার-এর মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। চেক গৃহীত হয় না। নিজে গ্রাহক হতে পারেন। যে কোন জায়গা থেকে প্রিয়জনকে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন উপহার হিসেবে।

সার্কুলেশন ম্যানেজার সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ, ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
Circulation Manager, Shaptahik 2000, 96/97 New Eskaton Road, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9349459, PABX: 9350951-3